তারিখ : 03 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২-৩ কলাম ৫

প্রথম আলো

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে খালিদ হত্যা মামলা ডিবিতে

ছাত্রলীগের ৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ছাত্রলীগ নেতা মো. খালিদ সাইফুল্লাহ নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ছাত্রলীগের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশকে।

এ ছাড়া ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এ কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

নিহত খালিদ সাইফুল্লাহ

গত রোববার মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে মোমবাতি প্রজ্বালনের পর ছাত্রলীগের বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মো. খালিদ সাইফুল্লাহ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও মার্কেটিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

খালিদ নিহত হওয়ার ঘটনায় সোমবার সদর দক্ষিণ মডেল থানায় অজ্ঞাতনামা ১৫০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা সাদেক হোসেন মজুমদার।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির উপপরিদর্শক (এসআই) শাহ কামাল আকন্দ বলেন, সংঘর্ষ ও হত্যার ঘটনার পর গত সোমবার হল তল্লাশির সময় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১২ জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি রূপম চন্দ্র দেবনাথ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম মাজেদ, ছাত্রলীগের সদস্য জাহিদুল আলম, আবু বকর সিদ্দিক, সুদীপ্ত নাথ ও সজন বরণ বিশ্বাসকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ বুধবার তাঁদের আদালতে হাজির করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হাসানসহ আটক অপর ছয়জনকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ আইনুল হকের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান এসআই কামাল আকন্দ। ঘটনা তদন্তে গতকাল চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। কমিটির সদস্যরা হলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

পৃষ্ঠা-১০ ▮ সম্পাদকীয় : ছাত্রলীগকে সামলান, খুনের বিচার করুন

৬ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সহসভাপতি আসাদুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক সুজন ঘোষ, আপ্যায়ন সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক আশফাক আবির। গতকাল এ কমিটি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তদন্তকাজ শুরু করে রাতেই ঢাকায় ফেরে।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি আসাদুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা, প্রক্টর, জেলা পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলেছে তদন্ত কমিটি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গত রোববার রাতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনায় পরদিন সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।